২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৭ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করছে। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মোংলা বন্দর বিভিন্ন কর্মসূচীর মর্ধদিয়ে দিনটির শুরু করে। বন্দরে অবস্থানরত দেশী-বিদেশী সকল জাহাজে এক মিনিট বিরতিহীন হুইসেল প্রদান, সূর্যদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মবক এর স্মৃতি সৌধে পুষ্প স্তবক অর্পন, ভলিবল প্রতিযোগিতা ও কর্তৃপক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বন্দর সভাকক্ষে মোংলা বন্দরে কর্মরত ১১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান, বিএন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহম্মাদ গোলাম মোস্তফা, সদস্য (অর্থ) । সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব কাজী ফায়জুর রহমান (উপ-সচিব) । উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক মোংলা বন্দর মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড মোঃ আব্দুস সালাম, সচিব ওহিউদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধানগণ, অফিসার এ্যাসোসিয়েশনসহ বন্দরের কর্মকর্তাগণ। উপস্থিত সকলের মাঝে ৭১ সালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো স্মৃতিচারণ করেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা এবং তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া বন্দরের চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান বলেন- শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭১ সালে মহান স্বধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদদের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত । বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মোংলা বন্দরের প্রতিটি কর্মকর্তা কর্মচারীকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। কারন মোংলা বন্দরের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে, শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতি, দূর হবে বেকারত্ব।

বন্দরের সকল মসজিদে জাতীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও বন্দরের অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে দিনব্যাপি কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়।